'বুয়েটের ছাত্ররা, জাতির কাছে ক্ষমা চাও'

মমতাজ লতিফ

ধিক শত ধিক বুয়েটের ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীদের। এমন কোন মানুষ নেই যারা ধিক্কার না দিচ্ছে এদেরকে।

বিগত দুই দশক ধরে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যে ধারা চলছে, এই তাণ্ডব তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জাতি হিসেবে বিদেশী বন্ধুদের কাছে আমাদের মাথা হেট হল, শুনতে হল ওদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য- তোমাদের তারকা ছাত্ররা তাহলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করেই তারকা হয়? বুয়েট তো তারকা-ছাত্রদের মিলনস্থান।

এত পরিণাম ও দায়িত্বহীন আচরণ বোধহয় পৃথিবীর আর কোন ছাত্ররা করেনি। এ মানের তরুণদের দিয়ে উন্নয়নের বাস্তবায়ন দূরে থাক, উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়।

বুয়েটের ছাত্ররা, তাদের বড় দুই ছাত্রদলের নেতা, সংসদ নেতারা মিলে গুরুতর যে অপরাধ সংঘটিত করেছে তা প্রধানত ঃ

১. পরীক্ষায় অসদুপায়, টোকাটুকি নয়, জলজ্যান্ত একজন পরিক্ষার্থীর পরিবর্তে অপর এক ছাত্রের পরীক্ষা দানের মত অমার্জনীয় গর্হিত একটি অপরাধে অপরাধীর বহিষ্কারাদেশ, হয় মাত্র এক বছরের জন্য এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে সারাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তির ওপর আঘাত হেনেছে।

২. যে প্রতিষ্ঠানটি তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান, যার প্রতিটি ইট কাঠ উপকরণের সঙ্গে তাদের আত্মিক বন্ধন থাকার কথা, তাকে আবেগহীন খুনির মত ধ্বংস করে দেয়া।

৩. এ পর্যন্ত সাধারণ গুণ্ডা সন্ত্রাসীরাও সচরাচর যা করে না, এরা তাই করেছে, তারা শিক্ষকদের পরিবার, বাসস্থান, পরিজনদের ওপর আক্রমণ করে চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে। আমার স্মরণ হচ্ছে- আমার বাবা উপাচার্য থাকাকালে (স্বাধীনতার পর পর) নকল, গণটোকাটুকি রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় কয়েকটি কলেজের পরীক্ষার ফল বাতিল করেন। তখন আমাদের বাড়িতে শত শত ছাত্র, বাবা-মা, আমার বাবা-মায়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিলেন। সব রকম অনুনয়-বিনয়ের উত্তরে বাবার কথা ছিল আপনাদের ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে আমি দয়া দেখাতে পারি, চা-পানি-ভাত খাওয়াতে পারি, কিন্তু শিক্ষায় তো কোন দয়ার স্থান নেই, এটা আপনাদের ছেলেমেয়েকে অর্জন করতে হবে, ওখানে দয়া বলে কোন জিনিস কাজ করে না, কেউ যদি করে তবে তা আপনার সন্তানের প্রতি শত্রুতার নামান্তর হবে।" মা বাবার নির্দেশে আপ্যায়ন করেছেন। দেখেছি, বাবা-মা-ছাত্রের দল নতমস্তকে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ফিরে গেছে।

বুয়েটের ছাত্ররা, তোমরা আমাদের বুক বিদীর্ণ করে দিয়েছ, একটি বিশাল পরাজয়ের স্বাদ আমাদের দিলে শুধুমাত্র তোমাদের অন্যায়, যুক্তিহীন স্বেচ্ছাচারিতার কারণে, মহৎ কোন কারণে নয়।

তোমরা কি জান, শত শত মানুষ প্রশ্ন করছে-

-এরা কারা? এদের তো আমরা চিনি না।

-এরা কি জানে, এদেশের দরিদ্র কৃষক অমানুষিক শ্রম দিয়ে যে খাদ্য ফলায়, এরা তাই বসে বসে খায়?

-এরা কি জানে, গরিব শ্রমিকের সেবা গ্রহণের যোগ্যতা এরা রাখে না?

-এরা কি জানে এদের প্রকৌশলী হওয়ার শিক্ষা ব্যয়ের পেছনে কত করদাতার অর্থ রয়েছে, যেজন্য এ শিক্ষা তারা সুলভে গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছে?

-এরা কি জানে বিদেশের যেকোন প্রতিষ্ঠানে যেখানে যেতে পারাটা এদের অধিকাংশের জীবনের লক্ষ্য, সেখানে এ ধরনের জালিয়াতির কি শাস্তি নির্দিষ্ট করা আছে?

-এরা কি বোঝে যে গাছের ফল খেয়ে, যার ছায়ায় তারা লালিত হচ্ছে সেই গাছের মত প্রতিষ্ঠানটির ধ্বংস তাদেরও বিলুপ্তি বয়ে আনে?

অনেকেই প্রশ্ন করেছেন-

-এসব ছেলেমেয়েই বিদেশে গিয়ে সভ্য নাগরিকটি হয়ে চলে কেন? কেন তারা দেশের সম্পদ বিনষ্ট করতে এত আগ্রাসী? দেশের ন্যূনতম নিয়ম মানতে অনাগ্রহী?

কোন সাহসে ভর করে এরা অসদুপায় অবলম্বনকারী ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ বাতিলের দাবি তোলে?

-এরা কোন যুক্তিতে যে শিক্ষক অপরাধের ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা নির্দেশ করেছেন, তার বিরুদ্ধে বহিষ্কারের দাবি তোলে? কারা এদের মদদ দিচ্ছে?

অনেকেই প্রশ্ন করেছেন-

কি হয়, যদি বুয়েট কয়েক বছরের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়?

এরকম দাত-নখওয়ালা প্রকৌশলী প্রয়োজন নেই দেশের। পাস করে এরা কোন দৈত্য হবে তা তো দেখিয়েই দিল।

যে হাতে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কম্প্যুটারের মত মূল্যবান শিক্ষা উপকরণ ভাঙতে পারে, সেহাত জল্লাদের হাতছাড়া আর কিছু নয়।

অনেকেই বলেছেন-

গত ২০/২২ বছর ধরে নীতিহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চর্চা উঠতি বয়সীদের মধ্যে নীতিহীনতার বীজ এমনভাবে বপন করেছে যার ফল হল শিক্ষিত ছাত্রদের দ্বারা দায়িত্বজ্ঞানহীন তাণ্ডব ও স্বেচ্ছাচারিতার এই বহিঃপ্রকাশ।

অনেকেই তোমাদের হাতে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, মুক্তিযোদ্ধার সম্মান, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ, নগরীর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

যাই হোক, সবশেষে বলি, তোমাদের মধ্যে বিবেকবান যারা আছ, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে নতমস্তকে জাতির কাছে তোমাদের ঔদ্ধত্যের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর। ক্ষমা চাও শিক্ষকদের কাছে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন, ক্ষমা চাও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে যারা প্রকৌশল শিক্ষাকে তোমাদের নাগালে এনে দেয়ার জন্য বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছে। প্রতিজ্ঞা কর- অসদুপায় অবলম্বনকারী সে যেই হোক, তাকে ন্যায়-নীতি এবং আইনের কাছে মাথানত করতে প্রতিষ্ঠান/রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে। যারা তাণ্ডব করেছে, ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে, কোটি টাকার জাতীয় ক্ষতিসাধন করেছে, তারা এখন সন্ত্রাসী, তাদেরকে সাধারণ আইনের শাস্তি মেনে নিতে হবে।

নতুবা জাতীয় রোষ থেকে কারো মুক্তি নেই, ধ্বংস হবে সবকিছু। মেধা নয়, শিক্ষা নয়, দায়িত্বশীল আচরণই বর্তমানে জাতির সব রকমের সংকট উত্তরণে সহায়ক হবে।

MAY 3 1999